তারিখ ... 14 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইত্তেফাক

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রসঙ্গে

শিক্ষামন্ত্রী এস,এইচ,কে সাদেক গতকাল সংসদে বিরোধী বিএনপির জাফরুল ইসলাম চৌধুরীর বাশখালি থানায় একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রস্তাব ও উহার উপর আনীত দেশের প্রতিটি থানায় কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'স্থাপন' সম্পর্কিত সংশোধনীর উপর বক্তব্য প্রদানকালে বলিয়াছেন, সরকার কারিগরি শিক্ষার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেছেন। তবে সীমিত সম্পদ ও পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে এমুহূর্তে করা সম্ভব না হইলে পর্যায়ক্রমে সরকার কারিগরি বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া বলিয়াছেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার দেশের প্রতিটি থানার বিদ্যালয়ে (এসএসসি পর্যায়ে) কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী হাতে গিয়াছে। এইচএসসি পর্যায়ের ২০০ কলেজে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্স চালু করার পদক্ষেপ নিয়াছেন। ইতিমধ্যেই ৯৭টিতে ছাত্র ভর্তি শুরু হইয়াছে। ক্রমানুয়ে উহা দেশের প্রতিটি থানায় করা হইবে। তদুপরি দেশে এখন ২০টি পলিটেকনিক কলেজ রহিয়াছে, প্রতি জেলায় একটি করিয়া করারও পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে। এ ছাড়াও রহিয়াছে ৫১টি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট এবং এ বছর আরও ১৩টি করার পরিকল্পনা আছে। দেশে একটি টেক্সটাইল কলেজও রহিয়াছে। মন্ত্রী সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপনকারী সদস্যের বাঁশখালীতে একটি স্কুলকে এ বছরই কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় নেওয়ার আশ্বাস প্রদান করিলে জাফরুল ইসলাম চৌধুরী সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করিয়া নেন।

বেসরকারী দিবসে জাতীয় সংসদে গতকাল একটি বেসরকারী সদস্য বিল উত্থাপন করা হয়। বিলটি অধিবেশনের সভাপতি ডেপুটি স্পীকার এডভোকেট আবদুল হামিদ বেসরকারী সদস্যদের বিল বাছাই কমিটিতে পাঠান। জাতীয় পার্টির ডাঃ মোঃ রুস্তম আলী ফরাজী আনীত বেসরকারী সদস্যের এই বিলটি হইতেছে সংসদের অর্পিত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ আইন '৯৬। বিলের আদর্শ, উদ্দেশ্য সম্বলিত বিবৃতিতে ভারপ্রাপ্ত সদস্য বলেন, সংসদে প্রণীত কোন আইন প্রয়োগের জন্য সহায়ক বিধান প্রণয়নের জন্য এমন সব লোক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন যাহারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নন। তাহারা খেয়ালখুশীমতে সহায়ক বিধি-বিধান প্রণয়ন করিয়া থাকেন। যাহাতে মন্ত্রী পরিষদ বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর অনুমোদন থাকে না। বিদ্যমান অবস্থায় সংসদীয় ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন জবাবদিহিতা নাই। ফলে আইন প্রণেতাদের আইন প্রণয়নের সঠিক উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় এবং অপপ্রয়োগেরও সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে মহান সংসদের প্রণীত আইনের সুফলের পরিবর্তে জনগণ আমলাতান্ত্রিক বিধিবিধানের শিকার হইয়া দুর্নীতির গিনিপিগে পরিণত হয়। যাহা একটি গণতান্ত্রিক দেশে মোটেও কাম্য নয়। এ অবস্থায় সদস্য রুস্তম আলী ফরাজী মহান সংসদে প্রণীত আইনের সুফল যাহাতে জনগণ পাইতে পারে এবং যাহাতে অর্পিত সংসদীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া আমলাতন্ত্র প্রশাসনিক বিধি-বিধানের নামে নাগরিকদের জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির অধিকারহানি ঘটাইতে না পারে সেই লক্ষ্যে অর্পিত সংসদীয় ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি তথা সংসদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাসহ জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সরকারী প্রশাসনযন্ত্র পরিচালনায় যাহাতে আরও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায় সে জন্য কতিপয় বিধান সম্বলিত বিধান প্রণয়নের জন্য বিলে প্রস্তাব করা হইয়াছে।